শহর ও জেলার খবর

‘দাদা’ বলায় কলার ধরে বিজেপি জেলা সভাপতিকে চেম্বার থেকে বের করে দিলেন বিডিও

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ৩০ জুলাই– ‘দাদা’ বলে সম্বোধন করার জন্য বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি রতন দত্তকে নিজের চেম্বার থেকে জামার কলার ধরে টেনে বের করে দিলেন খড়গপুর ২ নং ব্লকের বিডিও মহম্মদ আলিউল্লাহ। বিডিওর এই আচরণ নিয়ে জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জাননো হয়েছে জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে। অন্যদিকে বিডিও’র বক্তব্য, অভব্য আচরণ করার জন্যই বিজেপির সভাপতিকে তিনি নিজের চেম্বার থেকে বের করে দিয়েছেন।

সোমবার সকাল এগারোটা নাগাদ খড়গপুর ২নং ব্লকের মাওয়া অঞ্চলের একটি পুকুরের জলনিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলতে স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে মাদপুরে খড়গপুর ২নং ব্লকের বিডিও-র কাছে যান বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রতন দত্ত। রতনবাবু বলেন, বিষয়টা নিয়ে বলা শুরু করেছি। কাগজপত্র দেখছি। এই সময় হঠাৎই ওনাকে ‘দাদা’ বলে সম্বোধন করি। ‘দাদা’ শোনার পরেই উনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন। আমাকে বলেন, এক্ষুনি বেরিয়ে যান। আপনার সঙ্গে কোনও কথা বলব না। এরপর বেল টিপে আর্দালিকে ডাকেন। কিন্তু কেউ না আসায় উনি নিজেই চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে প্রথমে আমার হাত ধরে টেনে, পরে জামার কলার ধরে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। আমার সঙ্গে ছিলেন বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি চঞ্চল চ্যাটার্জি, সাধারণ সম্পাদক অখিল ঘোড়াই। ওরা এগিয়ে এলে বিডিও ওনাদের গায়েও হাত তোলেন।’

এরপরেই মেদিনীপুরে গিয়ে জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে সব কথা জানান রতনবাবু ও তাঁর সঙ্গীরা। জেলাশাসক বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। বিজেপির পক্ষ থেকে ডিএম-এর কাছে বিডিও-র বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

রতনবাবু আরও বলেন, দাদা কি খুবই অসম্মানজনক কথা। আমরা একথাটাই জানতে চেয়েছি জেলাশাসকের কাছে। জেলাশাসক আজকের মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে কাল থেকে আমরা বিক্ষোভ দেখাতে পথে নামব।

অন্যদিকে খড়গপুর ২ নং ব্লকের বিডিও মহম্মদ অলিউল্লাহের বক্তব্য, কেউ যদি অভদ্র ব্যবহার করে তাহলে তাকে বের করে দিতে হবে। একটা পুকুরের পানা পরিষ্কারের সমস্যা নিয়ে উনি এসেছিলেন তার জন্য এত অভব্য ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিল না। আমি যা করার করে দিয়েছি। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের ন্যূনতম সৌজন্যবোধটুকু তো থাকবে? পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো এই ইস্যু নিয়েই এখন বাজার গরম করতে উৎসুক বিজেপি।

নিউটাউন পুরসভা তৈরির ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি– সমস্ত কিছু ঠিক থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই এবার নিউটাউনে পুরসভা হতে চলেছে। নিউটাউনের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকায় এখানে নতুন পুরসভা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

প্রসঙ্গত কোনও এলাকায় পুরসভা তৈরির জন্য কম করে চল্লিশ হাজার মানুষের বসবাস থাকা দরকার। অন্যদিকে পাঁচ লাখ মানুষের বসবাস হলে সেক্ষেত্রে কোনও পুরসভা কর্পোরেশনের মর্যাদা পেতে পারে। বর্তমানে নিউটাউন ডেভলপমেন্ট অথরিটির অধীনে চল্লিশ হাজার রের কম মানুষ বসবাস করেন। সেক্ষেত্রে পুরসভার নিরিখে জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে এখানে কম। তবে মন্ত্রী জানিয়েছেন, এই এলাকায় বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ রয়েছে। প্রচুর ফ্ল্যাট রয়েছে এবং আরও নতুন ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে। সমগ্র দিক দিয়ে এলাকাটির দিনের পর দিন উন্নয়ন ঘটছে। বিদেশিদের কাছেও এলাকাটি ক্রমশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে বলেও জানিয়েছেন নগরোন্নয়নমন্ত্রী।

তাঁর আশা,যেভাবে দিনের পর দিন নিউটাউনের জনপ্রিয়তা বাড়ছে তাতে করে কিছুদিনের মধ্যে এই এলাকায় বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা চল্লিশ হাজার ছাড়িয়ে যাবে। সোমবার রাজ্য বিধানসভায় দ্য নিউ টাউন কলকাতা ডেভলপমেন্ট অথরিটি দ্বিতীয় সংশোধনী বিলটি পেশ করা হয়। বিরোধী দলগুলি বিশেষ করে কংগ্রেসের ডক্টর সুখবিলাস বর্মা এবং সিপিএমের মানস মুখার্জি বিলটির বিরোধিতা করেন। তৃণমূল বিধায়ক শীলভদ্র দত্ত এবং সুজিত বসু বিলটির সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখা করে বক্তব্য রাখেন। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, বাম আমলেই এই বিলটি আনা হয়েছিল। তৎকালীন মন্ত্রী গৌতম দেব বিলটির সংশোধনী নিয়ে এলেও উন্নয়নের ব্যাপারে তিনি কিছু ভাবেননি।। বিগত বাম সরকারও এব্যাপারে কোনওরকম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি তিনি আরও জানান, কর প্রদানের সময়সীমা বৃদ্ধি করার জন্য তারা বিলটিতে সংশোধনী আনার কথা ভেবেছেন। নিয়মানুসারে. বতমানে নিউটাউন সংলগ্ন এলাকায় যে সংখ্যক মানুষ বসবাস করেন, তাদের মধ্যে মাত্র ৩৭৫৯ জন বাসিন্দা কর প্রদান করেছেন। বাকিরা এখনও বকেয়া কর প্রদান করেননি। ত্রিশ শতাংশ জরিমানা দিয়ে আগামী দুমাসের মধ্যে তাঁদের বকেয়া কর প্রদান করতে হবে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী।

GPT group

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড
(CIN : L20103WB1980PLC032872)
রেজি. অফিস : জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর - III, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯৮
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত); ফোন : +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০; ফ্যাক্স : +৯১-৩৩-৪০৫০-৭৯৯৯
ওয়েবসাইট : www.gptinfra.in; ইমেল : gil.cosec@gptgroup.co.in

৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং রিমোট ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে :

১। ১ জুন, ২০১৮ তারিখের নোটিশে উল্লিখিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য **রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন, ডিডি-২৭এ/১, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৬৪** (ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন) ঠিকানায় মঙ্গলবার ২১ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ বিকেল ৩.০০টায় কোম্পানির সদস্যগণের ৩৮তম (আটত্রিশ তম) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

২। যে সকল সদস্যের নাম কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(গণ)তে ই-মেল আইডি নথিভুক্ত আছে তাদের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম-এর নোটিশ পাঠানো হয়েছে। যে সকল সদস্যের ই-মেল আইডি নথিভুক্ত নেই তাদের উপযুক্ত পদ্ধতিতে নথিভুক্ত ঠিকানায় ২০১৭-১৮ বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম নোটিশ নথির আকারে পাঠানো হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gptinfra.in** থেকেও সংগ্রহ করা যাবে। বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম নোটিশ প্রেরণ ৩০.০৭.২০১৮ তারিখে সম্পাদিত হয়েছে।

৩। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য ধারা, ২০১৫ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুল এবং ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের সংস্থান অধীনে কোম্পানি সংশ্লিষ্ট এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য সকল সদস্যকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অর্থাৎ রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা ভোট দানের সুবিধা প্রদান করবে।

সকল সদস্যকে অবগত করা হচ্ছে যে

(ক) এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদান করতে হবে। এজিএম নোটিশে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশাবলী সংযুক্ত করা হয়েছে।

(খ) রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতি শুরু হবে শুক্রবার ১৭ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ (সকাল ১০.০০টায় এবং শেষ হবে সোমবার ২০ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ (বিকেল ৫.০০টায়)।

(গ) এজিএমে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের উপযুক্ততা বিবেচিত হবে নির্ধারিত শেষ তারিখ মঙ্গলবার ১৪ আগস্ট ২০১৮ তারিখ অনুযায়ী।

(ঘ) বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ই-ভোটিং সোমবার ২০ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ বিকেল ৫.০০টা, আইএসটি-এর পরে গ্রাহ্য হবে না।

(ঙ) যে কোনও ব্যক্তি এজিএম নোটিশ প্রেরণের পর কোম্পানির শেয়ার দখল করে থাকলে এবং কোম্পানির সদস্য হলে এবং নির্ধারিত শেষ তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার ১৪ আগস্ট, ২০১৮ অনুযায়ী শেয়ার দখল করে থাকলে helpdesk.evoting@cdslindia.com বা kolkata@linkintime.co.in বা gil.cosec@gptgroup.co.in তে অনুরোধ পাঠিয়ে লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন।

(চ) সদস্যগণকে আরও অবগত করা হচ্ছে

ক) ব্যালট/পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা এজিএম স্থলে পাওয়া যাবে।

খ) যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে এজিএম অনুষ্ঠানের আগেই ভোটদান করেছেন তারা এজিএমে উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না।

গ) যে কোনও ব্যক্তির নাম নির্ধারিত শেষ তারিখ অনুযায়ী ডিপোজিটরিজ কর্তৃক রেখিত সুবিধাভোগী স্বত্বাধিকারী হিসেবে সদস্যগণের রেজিস্টারে নথিভুক্ত থাকবে তিনি রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাবেন এবং অন্যথায় এজিএম স্থলে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদান করতে পারবেন।

(ছ) ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনস (“এফএকিউএস”) এবং www.evotingindia.co.in হেল্পডেস্কের অধীনে ই-ভোটিং ম্যানুয়েল দেখতে পারেন বা helpdesk.evoting@cdslindia.com তে ইমেল মাধ্যমে লিখে জানতে পারেন। অন্যথায় সদস্যগণ শ্রী এ. বি. চক্রবর্তী, কোম্পানি সেক্রেটারি, ইমেল আইডি gil.cosec@gptgroup.co.in বা টেলি নং ০৩৩-৪০৫০-৭৩২৮ এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড’এর পক্ষে
স্বা/-
এ. বি. চক্রবর্তী
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
মেম্বারশিপ নং এফ-৭১৮৪

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০.০৭.২০১৮

কলকাতা পুরএলাকার রেশন কার্ড নিয়ে বিশেষ বৈঠকে দুই মন্ত্রী ও কাউন্সিলররা

নিজস্ব প্রতিনিধি— কলকাতা পুরসভার ২৬ টি ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলরদের নিয়ে সোমবার খাদ্যভবনে বিশেষ বৈঠক করেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবং রাজ্য মন্ত্রিসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য অরূপ বিশ্বাস। এছাড়া যে সব ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর নেই সেই সব ওয়ার্ডের শাসকদলের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার বরো দশ, বরো এগারো, বরো বারোর অধীন ২৬ টি ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলদের এদিনের বৈঠকে রেশন কার্ড জনিত বিষয় নিয়ে খাদ্যমন্ত্রী বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। সাধারণ মানুষজনের রেশন কার্ড পেতে যাতে অসুবিধা না হয় সেই বিষয়টি নিয়ে খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কাউন্সিলররা। খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এ বিষয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ করবেন বলে কাউন্সিলরদের আশ্বাস দিয়েছেন। এদিনের বৈঠকে দুই মন্ত্রী ছাড়াও কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ মলয় মজুমদার, তারকেশ্বর চক্রবর্তী, কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী, মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও নিশীথ চক্রবর্তী, গৌতম ঘোষ, সঞ্জয় দাস, গোপাল রায় প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। কলকাতায় এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁদের নাম বিপিএলতালিকায় থাকার কথা নয় তাঁদের নামও তালিকায় ঢুকে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে তাঁরাও গরীব মানুষদের জন্য বরাদ্দকৃত রেশন তুলছেন। এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছে খাদ্য দফতর। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য খাদ্য দফতর সক্রিয় হবে বলে জানা যাচ্ছে। দলীয়ভাবে যাদবপুর বিধানসভা এলাকার পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পাওয়ার পর মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস চেষ্টা করছেন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এলাকার উন্নয়নে গতি এনে এই বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক ক্ষমতাকে জোরদার করতে। তারই অঙ্গ হিসেবে এই বিশেষ বৈঠক বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে যাদবপুর বিধানসভা এলাকা বামেদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সাংগঠনিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই বিধানসভা এলাকায় ঘাসফুল ফোটাতে এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। কেন্দ্রীয়ভাবে দলীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা ছাড়াও নিয়মিত স্থানীয় শাসকদলের নেতা এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। লক্ষ্য একটাই, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়কে সামনে রেখে যাদবপুর বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের হারানো সম্মান পুনরুদ্ধার করা। সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এদিনের বিশেষ বৈঠক আসলে আগামীর কথা মাথায় রেখে।

আদালতের স্থগিতাদেশ পাওয়ার পর সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের হকার ও অস্থায়ী দোকানদারদের উল্লাস।

পথনিরাপত্তায় এবার বিদ্যালয়কেও সামিল করতে চলেছে পরিবহণ দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি— রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা কমাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ এনেছেন। শুধু তাই নয়, সম্প্রতিতাঁর নির্দেশে রাস্তায় চলাচলকারী যানবাহনে ‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ স্টিকারও লাগানো হয় নিরাপত্তার কারণে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায়ই পথদুর্ঘটনায় কাউকে না কাউকে প্রাণ হারাতে হচ্ছে আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে চালকের মুহূর্তের অসতর্কতার কারণেই ঘটে যাচ্ছে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা। তাই এবার এই দুর্ঘটনা কমাতে বিদ্যালয়গুলিকে শামিল করার উদ্যোগ নিল পরিবহণ দফতর।

সোমবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় পথনিরাপত্তা অভিযানে নেমে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। এদিন জেলার মধ্যমগ্রাম, চৌমাথা এলাকায় জেলা পরিবহণ দফতরের পক্ষ থেকে যে পথ নিরাপত্তা অভিযানে নামা হয়েছিল, তাতে শামিল হয়েছিলেন জেলাশাসক অম্বরা আচার্য থেকে পুলিশ সুপার সি সুধাকরও। উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তা (আরটিও) সিদ্ধার্থ রায়, আরজিএ সদস্য গোপাল শেঠ, জেলা তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাপস দাশগুপ্ত প্রমুখ। এই অভিযান থেকেই এদিন পথনিরাপত্তার বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উদ্যোগে পথনিরাপত্তার বিষয় এবার বিদ্যালয়গুলিকে শামিল করা হবে। জেলা পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, এবার থেকে পথনিরাপত্তার বিষয় এবং রাস্তাঘাটে চলতে গেলে কী কী নিয়ম মানতে হয়, সে নিয়ে ক্লাস নিতে হবে বিদ্যালয়গুলিকে। এমনকি বিদ্যালয়গুলির সামনে যাতে পুলকার বা অন্য কোনও গাড়ির জটলা তৈরি না হয় সেজন্য আলাদা করে জায়গা রাখতে হবে কর্তৃপক্ষকে। দফতর সূত্রে আরও খবর, এই সকল বিষয়ে একটি নির্দেশিকার আকারে জেলার সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিকে খুব শীঘ্রই জানানো হবে। নির্দেশিকায় এও জানানো হবে, পথনিরাপত্তা ও রাস্তাঘাট চলাচলের নিয়মকানুন নিয়ে যে ক্লাস নিতে বলা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়কে তা মাসে একটি করে নিতেই হবে। এর পাশাপাশি দফতর সূত্রে আরও খবর, স্কুলগুলির নির্দিষ্ট গাড়ি ছাড়াও যে সমস্ত পুলকারে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসে সেই সকল পুলকারকে স্কুলের থেকে অনুমতি নিয়ে নির্দিষ্ট পরিবহণ আইন মেনেই চলতে হবে। না হলে ওই সকল গাড়ির বিরুদ্ধে পরিবহণ আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সহ পুলকার সংগঠনগুলির দাবি, পরিবহণ দফতরের এহেন নিয়মের একটাই মানে, এখন থেকে যে সমস্ত পুলকার নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে স্কুলের তরফে অনুমতি নিয়ে পরিষেবা দিত, তাদের স্কুলের থেকে এখনও এনওসি নিতে হবে, যাতে এরপরে এই ব্যবসায় স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তাও আসবে। জেলা পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, নিরাপত্তার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতেই তাদের এই পদক্ষেপ।

উল্লেখ্য, এদিন এ অভিযান থেকে এও ঘোষণা করা হয় যে, জেলার ওপর দিয়ে যে সকল জাতীয় ও রাজ্য সড়ক গিয়েছে তার পাশে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলির সামনে ‘নো হর্ন জোন’ করা হবে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের সামনে সেফ জোন করা হবে বলেও ঘোষণা করা হয়। এখন থেকে সেফ জোনে পুলকারগুলি এসে দাঁড়িয়ে থেকে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে প্রবেশ করানো হবে এবং অভিভাবকরা দাঁড়াতে পারবে।

এ প্রসঙ্গেই আরটিও সিদ্ধার্থ রায় জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পরিবহণ দফতরের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে এই উদ্যোগগুলি নেওয়া হয়েছে পথনিরাপত্তার কারণে।

মঙ্গলকোটের চানকে বেহাল সড়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মঙ্গলকোট, ৩০ জুলাই– না, এটা কোনও ধান জমি নয়। এটাই রাস্তা। কিন্তু যে কোনও সুস্থ বা অসুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ এটাকে ধান জমি বলে মনে করবে। মনে হবে আসন্ন খারিফ মরশুমে ধান বসানো জন্য জমিটি প্রস্তুত করা হচ্ছে। আসলে এটা মঙ্গলকোটের চানক অঞ্চলের বালিডাঙা গ্রামের রাস্তা। বালিডাঙা খেলার মাঠ থেকে কলিনপাড়া পর্যন্ত এই রাস্তাটি চলে গেছে । এই রাস্তার উপর দিয়ে যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদের যাতায়াত করতে হয়, ঠিক তেমনি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদেরও যেতে হয়। সাইকেল বা মোটরবাইকে যাওয়া তো যায়ই না হেঁটে যেতেই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামবাসীদের বক্তব্য অঞ্চলের একপ্রান্তে হওয়ায় তাদের গ্রামে রাস্তাটি অবহেলিত থেকে গেছে। অবিলম্বে তাদের রাস্তাটি সংস্কারের জন্য তারা স্থানীয় ও ব্লক প্রশাসনের কাছে দাবি করছেন। যদিও গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান জানিয়েছেন রাস্তাটি দ্রুত মেরামতি হবে।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৩০ জুলাই– সোমবার সকালে নোদাখালির ডোঙারিয়া খালে স্থানীয় বাসিন্দা শেখ সামসুল হকের (৬৫) দেহ উদ্ধার হলে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে নোদাখালি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। বর্ষার দিনে কোনও কারণে খালের জলে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু না খুন খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আরপিএফের মারে জখমের মৃত্যু, ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ৩০ জুলাই— প্ল্যাটফর্মে প্রস্রাব করার জন্য অমানবিকভাবে মারধর করার ফলে দীর্ঘ প্রায় এক মাস ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে মৃত্যু হল দেবদাস কুণ্ডুর। এই ঘটনায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে ঝাড়গ্রাম ও খড়গপুর এলাকায়। মানুষজনের দাবি, দোষী ব্যক্তিদের ফাঁসি চাই। সোমবার আরপিএফের হাতে মার খেয়ে মৃত দেবদাসের পরিবার ঝাড়গ্রাম স্টেশন আরপিএফের কাছে কপি নিতে আসে। কিন্তু সেই কপি নিতে গিয়ে দেবদাসের পরিবারকে চরম হেনস্থা হতে হয় বলে অভিযোগ। এদিন নিহতের পরিবার, পরিজন এবং স্থানীয় ঝাড়গ্রামবাসী তীব্র ক্ষোভে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। অভিযোগ, দেবদাসের পরিবারকে প্রথমে কপি দিতে অস্বীকার করা হয়েছিল। এদিন দেবদাসের কাকা সন্দীপ কুণ্ডু ও কাকিমা বুলু কুণ্ডু ঝাড়গ্রামের আরপিএফ অফিসে যান এফআইআরের কপি নিতে। যদিও পরে তাঁদের কপি দেওয়া হয়। বুলু কুণ্ডু বলেন, এফআইআরের কপি না পাওয়া গেলে কলকাতার হাসপাতাল থেকে দেহ দেওয়া হত না। কিন্তু এদিন আরপিএফের অফিসাররা কপি দিতে অস্বীকার ও কোনওরকম সাহায্য করছিলেন না। যদিও পরে কপি দিয়েছেন। আরপিএফের ইন্সপেক্টর (ক্রাইম) বিনয়কৃষ্ণ মাহাত বলেন, যাঁরা সেদিন ডিউটিতে ছিলেন তাঁদের খড়গপুরে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। বিভাগীয় তদন্ত চলছে। যদিও তিনি কতজনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত হচ্ছে, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। তিনি জানিয়েছেন, বিষয়টি গোপনীয়। উল্লেখ্য, ২০ জুলাই খড়গপুরের কৌশল্যার বাসিন্দা বছর ২৮-এর দেবদাস কুণ্ডু পরিবারের সঙ্গে খড়গপুর যাওয়ার জন্য ট্রেন ধরতে ঝাড়গ্রাম স্টেশনে এসেছিলেন। দেবদাস স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে মূত্র ত্যাগ করার জন্য আরপিএফ কর্মীরা থানার লক আপে তুলে নিয়ে গিয়ে বেদম মারে। অভিযোগ, তাঁকে মেরে স্পাইন্যাল কর্ড ভেঙে দেওয়া হয়। ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে তাঁকে আরপিএফের পক্ষ থেকে ভর্তি করা হলেও অভিযোগ, হুমকি দেওয়া হয়েছিল পুরো ঘটনা চেপে যাওয়ার জন্য। যদিও আহত অবস্থায় দেবদাস ঘটনার কথা খুলে বলেন পরিবারের কাছে। পরে তাঁকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। অবশেষে রবিবার দুপুরে তাঁর মৃত্যু হয়।

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় হত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদিয়া, ৩০ জুলাই— রাস্তায় খারাপ হয়ে যাওয়া লরি দাঁড় করিয়ে মেরামতির কাজ করছিলেন চালক ও খালাসি। অন্য একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে দাঁড়িয়ে থাকা লরিতেই, যার জেরে মৃত্যু হয় দুজনেরই। মৃতদের নাম আবুল সেলিম ও লিম্বা শেখ, বাড়ি বাঁকুড়া জেলায়। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটে নাকাশিপাড়া থানার গাছাবাজার সংলগ্ন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান সকালবেলায় ঘাতক লরির চালক ঘুমিয়ে পড়ার কারণেই এই দুর্ঘটনা। ক্ষতিগ্রস্থ গাড়ি দুটিকে উদ্ধার করেছে নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ।

শুঁড়ি কল্যাণ সমিতির সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ৩০ জুলাই– রাজ্যের শুঁড়ি সমাজ কল্যাণ সমিতির পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির চতুর্থ সম্মেলন হল কুলটির আলুটিয়া গ্রামে। রবিবার সম্মেলনে কৃতী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়াদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সম্মেলনে ভাষণ দেবেন রাজ্য সংগঠনের সভাপতি প্রভাস মাজি, রাজ্য সম্পাদক সন্তোষ মণ্ডল।

বিজ্ঞপ্তি
ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল কলকাতা বেঞ্চ, কলকাতা সমীপে
সি.এ. (সিএএ) নং ৫২৮/কেবি/২০১৮
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন সম্পর্কিত
এবং
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ২৩০ থেকে ২৩২ ধারা সম্পর্কিত বিষয়ে
এবং
২০১৬ সালের কোম্পানি (কম্প্রোমাইজেস, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড অ্যামালগামেশনস) রুলস সম্পর্কিত
এবং
এনকর্ড ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ১৫৯, রবীন্দ্র সরণি ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ, উপরিউক্ত অধিক্ষেত্র অধীন সম্পর্কিত
এবং
আস্থা কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ১৬১, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ, উপরিউক্ত অধিক্ষেত্র অধীন সম্পর্কিত
এবং
জাগমাগ সেলস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ১৬১, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ, উপরিউক্ত অধিক্ষেত্র অধীন সম্পর্কিত
এবং
ঋষিকেশ মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ১৬১, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ, উপরিউক্ত অধিক্ষেত্র অধীন সম্পর্কিত
এবং
১. **এনকর্ড ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড**
২. **আস্থা কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেড**
৩. **জাগমাগ সেলস প্রাইভেট লিমিটেড**
৪. **ঋষিকেশ মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড**
... **আবেদনকারীগণ**

ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডার এবং বিনিয়োগকারীগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ন্যাশনাল ল ট্রাইব্যুনাল (“ট্রাইব্যুনাল”) কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক ২৩ জুলাই, ২০১৮ তারিখে নির্দেশ অনুযায়ী উক্তনাম্নী সকল আবেদনকারীগণের ইক্যুইটি শেয়